34

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 04.JUN 1998 ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২....

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা অনশন চালিয়ে যাবেন। গত মঙ্গলবার অনশনের দ্বিতীয় দিনে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে একথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, তার আগের দিন সোমবার প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা অনশনকারী শিক্ষকদের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেছেন এবং মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে নেতৃবৃন্দ আন্দোলনরত শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করেছেন। তারপরও যে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে, তার কারণ প্রকাশিত খবরাখবরের তথ্যাদিতে স্পষ্ট। বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী অনশনকারীদের সাথে দেখা করে অনশন ভঙ্গ করাবেন এবং তাদের দাবীর কিয়দংশ পূরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে পারেন বলে যে কথা শিক্ষকদের জানানো হয়েছিল, গত মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের জানিয়েছেন, 'সরকার আপনাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; তবে আপনারা অনশন ভঙ্গ করুন।' এতে বোঝা যাচ্ছে, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের এই পর্যায়ে অর্থাৎ আমরণ অনশন পর্যায়ে সরকারী মহলে সচেতনতা থাকলেও আন্দোলনকারীদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে ত্বরিত উদ্যোগ এখনো গৃহীত হচ্ছে না। এদিকে, গত মঙ্গলবার অনশনজনিত কারণে ও প্রচণ্ড গরমে অনশনরত ১০২ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৯ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতর অসুস্থ ৮ জনের মধ্যে একজনকে পুনরায় মহাখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অনশনকারীদের পাশে প্রায় ২ হাজারের বেশী শিক্ষক অবস্থান করছেন এবং দ্বিতীয় একটি গ্রুপ অনশনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আন্দোলনরত বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গত রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন ও স্মারকলিপি প্রদানের পর ১১ ঘন্টা রাস্তা অবরোধ শেষে ওসমানী উদ্যানে ফিরে গিয়ে কাফনের কাপড় জড়িয়ে আমরণ অনশন শুরু করেন। দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের কাফনের কাপড় জড়িয়ে আমরণ অনশন নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত কর্মসূচী। জাতীয় জীবনে শিক্ষকদের অবদানের যে গুরুত্ব এবং সমাজে তাদের যে সম্মানজনক অবস্থানে তাতে দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে তাদেরকে চূড়ান্ত কর্মসূচীর দিকে ঠেলে দেয়াটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। জাতির জীবনে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও গ্রামাঞ্চলে। আর এসব বিদ্যালয়ের যারা ছাত্রছাত্রী সেই শিশুরাও সাধারণতঃ অসচ্ছল দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। জাতির সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারগুলোর শিশুদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক, একথা বলাই বাহুল্য। সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে যে কথাটি বলা হয়েছে ও হচ্ছে, তাহলো দেশে শিক্ষার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বাজেটে এই খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কথাটি হয়তো আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু, এ ব্যাপারে সার্বিক উদ্যোগ-আয়োজন এখনো অপেক্ষমাণ। বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষাক্রম—এই উভয় ক্ষেত্রেই যুগোপযোগী ও আধুনিক হয়ে ওঠেনি। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যে জরাজীর্ণ দশা এবং শিক্ষকদের যে আর্থিক দুরবস্থা, তাতে আর যা-ই হোক, সুষ্ঠু প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার মতো পরিবেশ নেই। বিশ্বের সকল উন্নত দেশে এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশেও প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সকল দিক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সহজলভ্য করে তোলা এবং শিক্ষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে ঐসব দেশে কোনো কৃপণতা করা হয় না। অনেক দেশে এমনও দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়ে থাকে। কারণ, এখানে কোমলমতি শিশুদের মন-মানসিকতা বিকশিত করে তোলার কাজে তৃপ্তিই শুধু পাওয়া যায় না, বরং, সচ্ছল জীবন-যাপনের নিশ্চয়তাও মেলে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এদেশের চিত্রটি ঠিক উল্টো। এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে জাতির আকাংক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। আর এ কারণেই জাতীয় পে-স্কেল প্রদান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণসহ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার প্রতি আন্তরিক সুবিবেচনা আজ অপরিহার্য। তাতে করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান আর্থিক সুযোগ-সুবিধা তথা জীবনযাত্রার সঙ্গে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবনযাত্রার বিরাজমান বৈষম্য দূর হবে এবং দেশে একইমানের সুষ্ঠু প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রও তৈরী হবে।